প্রথম আলো
28 JUL 2025

প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানি কমতে পারে

পাল্টা শুল্কের প্রভাব

২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই বাজারে বাংলাদেশের প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানি ৪২ শতাংশ বাড়লেও তা সামনে কমতে পারে বলে আশঙ্কা উদ্যোক্তাদের।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বেশির ভাগ তৈরি পোশাক। তবে বাজারটিতে অন্যান্য খাতের রপ্তানিও দিন দিন বাড়ছিল। তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো প্লাস্টিক পণ্য। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই বাজারে প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানি ৪২ শতাংশ বেড়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্কের কারণে সেই রপ্তানি কমার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

একাধিক রপ্তানিকারক *প্রথম আলোকে* বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীন শীর্ষস্থানীয় প্লাস্টিক পণ্য রপ্তানিকারক দেশ। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্কযুদ্ধের কারণে চীন থেকে প্লাস্টিক পণ্যের ক্রয়াদেশ অন্যত্র সরছে। তার একটি অংশ বাংলাদেশেও আসছিল। ফলে এই খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগও শুরু হয়েছিল। এ জন্য বিদায়ী অর্থবছরে প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানিও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। তবে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত পাল্টা শুল্কহার ৩৫ শতাংশ থেকে কমাতে না পারলে এই সম্ভাবনা ধরে রাখা যাবে না।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, তিন অর্থবছর ধরে বাংলাদেশ থেকে সরাসরি ও প্রচ্ছন্নভাবে প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানি বাড়ছে। যেমন ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২১ কোটি মার্কিন ডলারের প্লাস্টিক পণ্য রপ্তানি হয়েছিল, যা পরের বছরে প্রায় ১৭ শতাংশ বেড়ে ২৪ কোটি ডলারে উন্নীত হয়। আর সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা আরও বেড়ে ২৮ কোটি ডলারে ওঠে। এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রপ্তানির পরিমাণ ১৩ কোটি ডলার।

প্লাস্টিক পণ্য রপ্তানিতে যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বাংলাদেশের দ্বিতীয় শীর্ষ বাজার, প্রথম হচ্ছে ভারত। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারতে ৫ কোটি ৬৭ লাখ ডলারের প্লাস্টিক পণ্য রপ্তানি হয়। আর যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি হয়েছে ১ কোটি ৪০ লাখ ডলারের প্লাস্টিক পণ্য, যা এর আগের অর্থবছরের তুলনায় ৪২ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশি পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্কহার কমিয়ে আনার ব্যাপারে দুই দফা আলোচনা হলেও এখন পর্যন্ত কোনো ফয়সালা হয়নি। ৮ জুলাই প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাঠানো চিঠি অনুযায়ী, আগামী ১ আগস্ট নতুন হার কার্যকর হবে। ফলে বিদ্যমান ১৫ শতাংশের সঙ্গে নতুন হার যোগ হয়ে গড় শুল্কহার দাঁড়াবে ৫০ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য বাজারে গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানি বাড়াতে গাজীপুরের কালীগঞ্জে আরএফএল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে নতুন একটি কারখানা করছে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ। এ জন্য ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে গ্রুপটি।

এ নিয়ে জানতে চাইলে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের পরিচালক (বিপণন) কামরুজ্জামান কামাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে মাসে ৫০ লাখ ডলারের প্লাস্টিক পণ্য, খাদ্য ও জুতা পণ্য পাঠাই। আমাদের প্রত্যাশা, আগামী বছরে সেটি দ্বিগুণ হবে। সে জন্য আমরা বিনিয়োগ করছি। তবে পাল্টা শুল্কের কারণে এখন দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের মূল প্রতিযোগী দেশ চীন, ভারত ও ভিয়েতনাম। তাদের শুল্ক যদি বাংলাদেশের চেয়ে কম হয়, তাহলে আমাদের রপ্তানি কমে যাবে। আমাদের ধারণা, ৩০ শতাংশের মতো রপ্তানি কমতে পারে।'

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র ৭ হাজার ২৩৪ কোটি ডলারের প্লাস্টিক পণ্য আমদানি করে। তার মধ্যে চীনের হিস্যা ছিল প্রায় ২৭ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রে প্লাস্টিক পণ্যের শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিকারক অন্য দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে কানাডা, মেক্সিকো, কোরিয়া, জার্মানি, ভিয়েতনাম, জাপান, থাইল্যান্ড ও ভারত।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ প্লাস্টিক পণ্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির সহসভাপতি মো. এনামুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর চীনের ওপর শুল্ক বৃদ্ধি করেন। তারপর থেকে গৃহস্থালি পণ্য, খেলনা ইত্যাদি পণ্যের রপ্তানি ক্রয়াদেশের ব্যাপারে প্রচুর অনুসন্ধান আসতে থাকে। তার মধ্যে অনেক ক্রয়াদেশ চূড়ান্ত হয়। সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় বড় কোম্পানিগুলো বিনিয়োগ বাড়াতে থাকে।

মো. এনামুল হক আরও বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজভাড়া আগেই বেড়েছে। বর্তমানে ব্যাংকঋণের সুদহার বেশি। বিদ্যুৎ-সংকটেও ভুগছে কারখানাগুলো। এর মধ্যে বাড়তি ৩৫ শতাংশ শুল্ক বাস্তবায়ন হলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রতিযোগিতা করা কঠিন হয়ে পড়বে। প্রতিযোগী দেশগুলো যতটা দক্ষতার সঙ্গে পাল্টা শুল্ক কমানোর দর-কষাকষি করছে, সেভাবে আমরা পারছি না। তাই আমরা দুশ্চিন্তায় আছি।'

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্লাস্টিক পণ্য রপ্তানি

অর্থবছর	রপ্তানি
২০২২-২৩	০.৯২ কোটি ডলার
২০২৩-২৪	০.৯৮ কোটি ডলার
২০২৪-২৫	১.৪০ কোটি ডলার

বিশ্ববাজারে রপ্তানি

অর্থবছর	রপ্তানি
২০২২-২৩	২১ কোটি ডলার
২০২৩-২৪	২৪ কোটি ডলার
২০২৪-২৫	২৮ কোটি ডলার

প্রধান দুই বাজার

- বাংলাদেশি প্লাস্টিক পণ্যের দ্বিতীয় শীর্ষ বাজার যুক্তরাষ্ট্র। প্রধান বাজার প্রতিবেশী ভারত।

সূত্র: ইপিবি

বণিক বার্তা
28 JUL 2025

এপ্রিল-জুন ২০২৫

বাংলাদেশে ভারতের রফতানি কমেছে ৬ শতাংশের বেশি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

কলকাতার বিমানবন্দর ব্যবহার করে অন্য দেশে পণ্য রফতানির জন্য বাংলাদেশকে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা দিয়েছিল ভারত। আকস্মিকভাবে গত ৮ এপ্রিল তা বাতিল করা হয়। এর এক সপ্তাহ পর অর্থাৎ ১৫ এপ্রিল স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে সুতাসহ আরো বেশকিছু পণ্য আমদানি বন্ধ ঘোষণা করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। ভারতে এ বিধিনিষেধের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। দেশটির বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের কুইক এস্টিমেট হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন—তিন মাসে বাংলাদেশে ভারতের পণ্য রফতানি কমেছে ৬ দশমিক ১৯ শতাংশ। শুধু জুনেই বাংলাদেশে ভারতের পণ্য রফতানি কমেছে ১১ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ।

ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য বিভাগের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন—তিন মাসে ভারত থেকে বাংলাদেশে পণ্য রফতানির অর্থমূল্য ছিল ২৬০ কোটি ৯ লাখ ৪০ হাজার ডলার। গত বছরের একই সময়ে রফতানির অর্থমূল্য ছিল ২৭৭ কোটি ২৬ লাখ ৭০ হাজার ডলার। এ হিসাবে আলোচ্য তিন মাসে বাংলাদেশে ভারতের পণ্য রফতানি কমেছে ৬ দশমিক ১৯ শতাংশ।

চলতি বছর শুধু জুনে বাংলাদেশে ভারত রফতানি করেছে ৮৭ কোটি ৫২ লাখ ডলারের পণ্য। গত বছরের জুনে রফতানি করেছিল ৯৮ কোটি

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

ভারত থেকে চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন—তিন মাসে বাংলাদেশে পণ্য রফতানির অর্থমূল্য ছিল ২৬০ কোটি ৯ লাখ ৪০ হাজার ডলার। গত বছরের একই সময়ে রফতানির অর্থমূল্য ছিল ২৭৭ কোটি ২৬ লাখ ৭০ হাজার ডলার। এ হিসাবে আলোচ্য তিন মাসে বাংলাদেশে ভারতের পণ্য রফতানি কমেছে ৬ দশমিক ১৯ শতাংশ

বণিক বার্তা

28 JUL 2025

৪০ লাখ ১০ হাজার ডলারের পণ্য। এ হিসাবে শুধু জুনে বাংলাদেশে ভারতের পণ্য রফতানি বা ভারত থেকে বাংলাদেশের পণ্য আমদানি কমেছে ১১ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ।

ইন্ডিয়া বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (আইবিসিসিআই) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াহেদ বণিক বার্তাকে বলেন, 'দুই দেশের সরকারের মধ্যে বিরাজমান টানাপড়েন অস্বীকার করার উপায় নেই। যার ফলে পণ্য আমদানি-রফতানিতে দুই দেশের পক্ষ থেকেই পাল্টাপাল্টি বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এর প্রভাব পড়েছে বাণিজ্যে। স্থলবন্দর দিয়ে পণ্য পরিবহনে খরচ ও সময় কম লাগে বিধায় স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ পণ্য আমদানি হতো। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের রফতানি বা বাংলাদেশের আমদানিতে নিষেধাজ্ঞার প্রভাব পড়েছে। বিধিনিষেধের প্রভাবে দুই দেশই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত। তুলনামূলক ছোট দেশ বলে বাংলাদেশের ক্ষতিটাই বেশি। বর্তমানে ব্যবসায়ীরা সীমিতভাবে ভিসা পেতে শুরু করেছেন বিধায় সংকট মোকাবেলা কিছুটা সহজ হতে শুরু করেছে।'

গত ১৫ এপ্রিল ভারত থেকে বেনাপোল, ভোমরা, সোনামসজিদ, বাংলাবান্ধা, বুড়িমারী স্থলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানির সুযোগ বন্ধ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এছাড়া ভারত, নেপাল ও ভুটান থেকে আমদানিযোগ্য আরো কয়েকটি পণ্যের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। গত বছরের ২৭ আগস্ট জারি করা প্রজ্ঞাপন সংশোধন করে ১৫ এপ্রিল নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সুতা, গুঁড়া দুধ, টোব্যাকো, নিউজপ্রিন্ট, বিভিন্ন ধরনের পেপার ও পেপার বোর্ডসহ একাধিক পণ্য আমদানিতে সীমাবদ্ধতা জারি করা হয়। এনবিআরের কাস্টমস উইংয়ের এ প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, নতুন আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে।

জানা গেছে, বাংলাদেশের পোশাক খাতের জন্য সুতার বড় একটি অংশ আসে ভারত থেকে। মূলত বেনাপোল বন্দর দিয়ে সবচেয়ে বেশি সুতা আমদানি করে বাংলাদেশ। ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে উৎপাদিত সুতা কলকাতায় গুদামজাত করা হয়। এরপর সেখান থেকে সুতা বাংলাদেশে রফতানি হয়। এ প্রেক্ষাপটেই দেশীয় বস্ত্রকলগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত থেকে স্থলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানি বন্ধের সুপারিশ করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। বিটিএমএ প্রথমে নিজেদের দাবি জানিয়ে মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠায়। পরে মন্ত্রণালয় এনবিআরে চিঠি দিলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। ভারতের বাণিজ্য বিভাগের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশটি থেকে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আমদানি হয় তুলা। বড় পরিমাণে আমদানি হয় সুতাও। এছাড়া আমদানি হয় খাদ্যশস্যসহ খনিজ ও জ্বালানি পণ্য, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য পণ্য ও সেবা।

দুই দেশের সম্পর্কের টানাপড়েনে চাপে পড়েছে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও উভয় দেশের ব্যবসা। তবে এর মধ্যেও মার্চে শেষ হওয়া ২০২৪-২৫ ভারতীয় অর্থবছরে দুই দেশের সম্পর্কের প্রভাব পড়তে দেখা যায়নি। এপ্রিল-মার্চ (২০২৪-২৫) এই ১২ মাসে প্রতিবেশী দেশটি থেকে ১ হাজার ১৪৫ কোটি ৫৯ লাখ ডলারের পণ্য আমদানি করে বাংলাদেশ। তার আগের অর্থবছরে আনা হয়েছিল ১ হাজার ১০৬ কোটি ৫৮ লাখ ডলারের পণ্য।

বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য গত পাঁচ দশকে ক্রমেই বড় হয়েছে। পণ্য আমদানিতে চীনের পরই বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস দেশ ভারত। ফলে দেশটিরও পণ্য রফতানির শীর্ষ গন্তব্যের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ। দুই দেশের মোট বাণিজ্যের ৮৫ শতাংশই ভারতের পণ্য রফতানি। এসব কারণেই গত বছর শুরু হওয়া সম্পর্কের তিক্ততা অর্থনৈতিক সম্পর্কের এ বাস্তবতায় চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত প্রভাব ফেলতে পারেনি। তবে দীর্ঘমেয়াদে রাজনৈতিক সরকারের অনুপস্থিতি একপর্যায়ে অর্থনৈতিক সম্পর্কেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করছিলেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ ও ব্যবসায়ীরা। যার প্রতিফলন এপ্রিল থেকে জুনের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে।

শেখ হাসিনা সরকার গত আগস্টে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কে তিক্ততা দেখা দেয়। প্রথম কয়েক মাসে যার প্রতিফলন সীমাবদ্ধ ছিল বাগযুদ্ধে। গত ২৭ জুন স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে কাপড়ের পাশাপাশি পাটজাত পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয় ভারত। কেবল একটি সমুদ্রবন্দর দিয়ে নির্দিষ্ট ওইসব পণ্য আমদানি করা যাবে বলে উল্লেখ করা হয় ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে।

এতে বলা হয়, স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে কোনো পণ্য আমদানি হবে না। শুধু মহারাষ্ট্রের নাহভা শেভা সমুদ্রবন্দর দিয়ে নির্দিষ্ট এসব পণ্য আমদানি করা যাবে। যার মধ্যে রয়েছে পাটজাত পণ্য, একাধিক ভাঁজের বোনা কাপড়, একক শণ সুতা, পাটের একক সুতা, ব্লিচ না করা পাটের বোনা কাপড়।

এর আগে গত ১৭ মে দেশটি একইভাবে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। ওই পণ্যও শুধু নাহভা শেভা এবং কলকাতা বন্দর দিয়ে আমদানির সুযোগ রেখেছিল। তাছাড়া ভারত সরকার মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে পণ্য রফতানির জন্য বাংলাদেশকে যে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা দিচ্ছিল, গত ৯ এপ্রিল তা বাতিল করে। শুধু নেপাল ও ভুটানে পণ্য পাঠানোর ক্ষেত্রে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বহাল রাখা হয়। ১৫ এপ্রিল স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে সুতাসহ আরো বেশকিছু পণ্য আমদানি বন্ধ ঘোষণা করে বাংলাদেশ।

রাজনৈতিক টানাপড়েনের মধ্যে শুরুর দিকে বাংলাদেশে ভারতের পণ্য রফতানি না কমলেও চলতি ভারতীয় অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে তা কমতে শুরু করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন বণিক বার্তাকে বলেন, 'দুই দেশের সম্পর্কে নিরাপত্তা বা কৌশলগত ক্ষেত্রগুলোয় দ্বিমত থাকলেও বাস্তবতার নিরিখে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জায়গাটিকে গুরুত্ব দেয়া এবং সেটি গুরুত্ব দেয়ার চেষ্টাও একটা দেশের পররাষ্ট্রনীতি বা কূটনীতির পরিপক্বতাকেই প্রমাণ করে। আমার মনে হয় বাংলাদেশের অর্থনীতির ব্যাপ্তিতে দুই দেশের যে আন্তনির্ভরশীলতা তৈরি হয়েছে, সেটির কারণেই অর্থনৈতিক সম্পর্ক রাতারাতি ক্ষতিগ্রস্ত করা বা হওয়া সহজ নয়। কারণ অর্থনীতির নিয়ম এবং রাজনীতির নিয়মে পার্থক্য রয়েছে।' তবে তিনি এটাও মনে করেন যে টানাপড়েন দীর্ঘমেয়াদি হলে অর্থনৈতিক সম্পর্কেও তা প্রভাব রাখতে শুরু করে।

গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের পতনের অব্যবহিত পরে ভারত থেকে বাংলাদেশে পণ্য রফতানি নিম্নমুখী হয়ে উঠেছিল। জুলাই-আগস্টেও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির প্রভাব পড়ে দুই দেশের বাণিজ্যে। টানা তিনদিন বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ ছিল। ফলে আগস্টে ভারত থেকে বাংলাদেশে পণ্য রফতানি কমেছিল ১৯ দশমিক ৪৩ শতাংশ। সেপ্টেম্বরে কমে যায় ১ দশমিক ৬৬ শতাংশ। তবে অক্টোবরে তা ২ দশমিক ৫ শতাংশ বাড়ে। নভেম্বরে আবারো কমে যায় ৩ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। ডিসেম্বরে অবশ্য ভারত থেকে বাংলাদেশে পণ্য রফতানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যায়। ওই মাসে বাংলাদেশে ভারতের পণ্য রফতানিতে প্রবৃদ্ধি ৩১ দশমিক ৫১ শতাংশ। এরপর জানুয়ারিতেও বাড়ে ১৫ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। তবে ফেব্রুয়ারি ও মার্চে আবার তা নিম্নমুখী হয়।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

Dhaka plans to buy 25 Boeing jets as trade talks enter final phase

REFAYET ULLAH MIRDHA *and*
RASHIDUL HASAN

Bangladesh has expanded its plan to buy Boeing aircraft from 14 to 25 in a last-ditch effort to persuade the Trump administration to lower tariffs on its exports ahead of the August 1 deadline.

A high-level delegation led by Commerce Adviser Sk Bashir Uddin is scheduled to depart for Washington today for a final round of trade negotiations. The three-day meeting with the United States Trade Representative (USTR), beginning Tuesday, is aimed at securing a favourable duty structure for the country, whose exports to the US exceed $8 billion annually.

The other members of the delegation are Commerce Secretary Mahbubur Rahman, National Security Adviser Khalilur Rahman and an additional secretary of the commerce ministry. Some private sector entrepreneurs, including garment exporters, may also join the delegation, but they will not be inside the negotiation room.

> **Biman is not aware of the purchase of 25 aircraft from Boeing.**
>
> ABM Raoshan Kabir, Biman's general manager of public relations

The aircraft purchase plan is the centrepiece of a package offered by Dhaka to narrow a trade deficit, with US imports standing at $2 billion. But Biman Bangladesh Airlines said it has no clue about the developments.

In a significant move on July 20, Bangladesh signed an agreement with US Wheat Associates to purchase 700,000 tonnes of US wheat annually for the next five years. Bangladesh has also agreed to increase imports of LNG and cotton, and offered zero import duty on some US goods.

Commerce Secretary Mahbubur Rahman confirmed the Boeing purchase plan. He said he was hopeful a tariff rate could be fixed between 15 percent and 20 percent for Bangladesh's exports. This would place Bangladesh on par with countries such as Japan (15 percent) and Vietnam (20 percent).

Reducing the trade gap and lessening over-reliance on Chinese products, especially industrial raw materials like fabrics for garment manufacturing, yarn, accessories, and machinery, are major conditions for Bangladesh in the negotiations.

After the second round of negotiations, held on July 9-11, the Trump administration asked Bangladesh to clearly state what kinds of trade benefits the country can offer the US and demanded zero duty for a series of products.

BIMAN'S RESPONSE

"Biman is not aware of the purchase of 25 aircraft from Boeing," ABM Raoshan Kabir, Biman's General Manager of Public Rel...

an agreement bypassing Biman?" the official questioned.

Biman's current fleet includes four Boeing 787-8s, two 787-9s, four 777-300ERs, and four 737-800s. It also operates five De Havilland Canada DHC-8s (Dash-8 Q400).

Biman Managing Director and CEO Shafiqur Rahman recently told the media that they have received proposals from both Boeing and Airbus.

"Our techno-financial team is working on those proposals, and we will decide on buying the planes that will benefit us," he said.

Considering aircraft type and model, the price of a Boeing aircraft can range from $250 million to $300 million.

Aviation expert Kazi Wahidul Alam said, "Aircraft should be purchased based on Biman's fleet plan and market demand analysis. In the past, we have seen aircraft bought under external pressure without understanding Biman's real needs, which increased the financial burden."

The Daily Star
28 JUL 2025

ministry. Some private sector entrepreneurs, including garment exporters, may also join the delegation, but they will not be inside the negotiation room.

The aircraft purchase plan is the centrepiece of a package offered by Dhaka to narrow a trade deficit, with US imports standing at $2 billion. But Biman Bangladesh Airlines said it has no clue about the developments.

In a significant move on July 20, Bangladesh signed an agreement with US Wheat Associates to purchase 700,000 tonnes of US wheat annually for the next five years. Bangladesh has also agreed to increase imports of LNG and cotton, and offered zero import duty on some US goods.

Commerce Secretary Mahbubur Rahman confirmed the Boeing purchase plan. He said he was hopeful a tariff rate could be fixed between 15 percent and 20 percent for Bangladesh's exports. This would place Bangladesh on par with countries such as Japan (15 percent) and Vietnam (20 percent).

Reducing the trade gap and lessening over-reliance on Chinese products, especially industrial raw materials like fabrics for garment manufacturing, yarn, accessories, and machinery, are major conditions for Bangladesh in the negotiations.

After the second round of negotiations, held on July 9-11, the Trump administration asked Bangladesh to clearly state what kinds of trade benefits the country can offer the US and demanded zero duty for a series of products.

BIMAN'S RESPONSE

"Biman is not aware of the purchase of 25 aircraft from Boeing," ABM Raoshan Kabir, Biman's General Manager of Public Relations, told The Daily Star.

Top officials at Biman said they only learned about the potential purchase of 25 aircraft from Boeing through media reports.

"It's very surprising that Biman's top officials were not informed about the purchase of 25 Boeing aircraft," a top official of Biman told The Daily Star, wishing to remain anonymous. "Even our techno-financial committee is not aware of it. How is it possible to sign an agreement bypassing Biman?" the official questioned.

Biman's current fleet includes four Boeing 787-8s, two 787-9s, four 777-300ERs, and four 737-800s. It also operates five De Havilland Canada DHC-8s (Dash-8 Q400).

Biman Managing Director and CEO Shafiqur Rahman recently told the media that they have received proposals from both Boeing and Airbus.

"Our techno-financial team is working on those proposals, and we will decide on buying the planes that will benefit us," he said.

Considering aircraft type and model, the price of a Boeing aircraft can range from $250 million to $300 million.

Aviation expert Kazi Wahidul Alam said, "Aircraft should be purchased based on Biman's fleet plan and market demand analysis. In the past, we have seen aircraft bought under external pressure without understanding Biman's real needs, which increased the financial burden."

"Biman needs aircraft at the moment. But they have spent the last three to four years just conducting assessments and are yet to make a decision," he said.

"One day they say Boeing, another day Airbus. They are wasting time. A decision must be made quickly, and the price must also be competitive."

In 2023, during a visit by French President Emmanuel Macron, the then Awami League government committed to buying 10 new A350 planes from Airbus.

Singer to begin trial export of wire harnesses

STAR BUSINESS REPORT

Singer Bangladesh Ltd yesterday said that its board had approved the trial export of wire harnesses to its sister company Beko Romania, marking the official start of its export operations.

This move follows the launch of commercial production at Singer's new home appliance plant in the Japanese Economic Zone in Narayanganj.

In the second quarter of this year, Singer reported a loss due to higher production costs that squeezed its gross profit margin.

According to financial statements, Singer posted a loss of Tk 31 crore for the April-June period, compared with a profit of Tk 25.71 crore in the same quarter last year.

Loss per share stood at Tk 3.11, a decline from earnings per share of Tk 2.58 recorded in the second quarter of 2024.

Despite a 15.4 percent rise in turnover during the quarter, the company's gross profit margin fell as it struggled to offset climbing production costs.

In the second quarter of this year, Singer reported a loss due to higher production costs that squeezed its gross profit margin

The Daily Star

28 JUL 2025

earnings per share of Tk 2.58 recorded in the second quarter of 2024.

Despite a 15.4 percent rise in turnover during the quarter, the company's gross profit margin fell as it struggled to offset climbing production costs.

In the second quarter of this year, Singer reported a loss due to higher production costs that squeezed its gross profit margin

"The selling price could not be increased or adjusted to absorb the increased average product cost, which led to a decrease in gross profit margin in order to remain competitive," the company said in the statements.

Singer pointed to various promotional offers and discounts, among other reasons, for the rise in product costs.

Operating profit fell by 5.1 percent year-on-year, with operating expenses jumping 14 percent. The increase was driven by heavier spending on advertising and sales promotions, higher bank charges, warranty claims, and demurrage fees.

Singer said its net finance costs soared by 175.1 percent, fuelled by a 15.9 percent increase in short-term borrowings. Rising interest rates added further pressure.

Additionally, foreign exchange movements worsened the situation as the euro depreciated by 4.2 percent against the taka since May 2025.

Singer Bangladesh and Beko Romania are both subsidiaries of Arçelik AŞ, based in Turkey.

The Financial Express

28 JUL 2025

China eyes Bangladesh for green energy, RMG and tech investments

FE REPORT

Chinese investors have shown renewed enthusiasm for investing in key sectors of Bangladesh, including renewable energy, ready-made garments (RMG), healthcare, and consumer electronics.

They expressed the interest during a high-profile visit and a series of bilateral engagements by a Bangladeshi delegation to Shanghai and Guangzhou last week.

Ashik Chowdhury, Executive Chairman of Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) and the Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA), led the Bangladesh delegation to China covering Shanghai and Guangzhou during July 20-26, according to a statement issued in Dhaka on Sunday.

More than 100 Chinese investors took part in an investment seminar jointly organised by BIDA and the Embassy of Bangladesh in Shanghai on July 21.

Chinese investors Handa Industries and New Tiger Energy shared their investment experiences in Bangladesh and offered insights on the country's evolving investment landscape during the seminar.

Besides, the delegation held over 25 bilateral meetings with companies exploring new or expanded investments in Bangladesh.

"We are encouraged by the positive engagement from Chinese companies," Ashik Chowdhury was quoted as saying. "These interactions allowed us to highlight recent policy progress in Bangladesh, particularly in areas such as currency stability and the simplification of investment procedures. We were pleased to receive positive feedback from Chinese investors on these initiatives."

The delegation of senior officials from the BIDA and BEZA was accompanied by representatives from CitiBank NA, EBL, HSBC and Standard Chartered.

The team also explored avenues for future collaboration with prominent Chinese business associations and members of the non-resident Bangladeshi (NRB) community.

In addition, early discussions were held on establishing BIDA's first overseas office to support sustained investor engagement and facilitation in East Asia.

saif.febd@gmail.com